রেজিস্টার্ড নং ডি এ - ১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, নভেম্বর ১৩, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
টিএ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ কার্তিক ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১১ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৩৩০-আইন/২০১৮।—Inland Water Transport Authority Ordinance, 1958 (Ordinance No. LXXV of 1958) এর section 25 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার অভ্যন্তরীণ জলপথ ও তীরভূমিতে স্থাপনাদি নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০১০ এ নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:—

উপরি-উক্ত বিধিমালার—

(ক) বিধি ২ এর দফা—

(অ) '(ঙ)' এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা '(ঙ)' প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ঙ) "চতুর্থ শ্রেণির জলপথ" অর্থ তফসিলের 'ঘ' অংশে উল্লিখিত চতুর্থ শ্রেণির জলপথ, অথবা উক্ত তফসিলের 'ঘ' অংশে উল্লিখিত হয় নাই এইরূপ কোনো জলপথ যাহাতে শুষ্ক মৌসুমে ১.৫০ (এক দশমিক পাঁচ শূন্য) মিটারেরও কম পানির গভীরতা বিদ্যমান থাকে;";

মূল্য : টাকা ১২.০০

(আ) 'ঙ' এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা 'ঙঙ' সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ঙঙ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত তফসিল;";

(ই) '(জ)' এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা '(জ)' প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(জ) "প্রথম শ্রেণির জলপথ" অর্থ তফসিলের 'ক' অংশে উল্লিখিত প্রথম শ্রেণির জলপথ, অথবা উক্ত তফসিলের 'ক' অংশে উল্লিখিত হয় নাই এইরূপ কোনো জলপথ যাহাতে সারা বৎসর সর্বনিম্ন ৩.৬০—৩.৯০ (তিন দশমিক ছয় শূন্য হইতে তিন দশমিক নয় শূন্য) মিটার পানির গভীরতা বিদ্যমান থাকে;";

(ঈ) '(ঝ)' এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা '(ঝ)' প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ঝ) "দ্বিতীয় শ্রেণির জলপথ" অর্থ তফসিলের 'খ' অংশে উল্লিখিত দ্বিতীয় শ্রেণির জলপথ, অথবা উক্ত তফসিলের 'খ' অংশে উল্লিখিত হয় নাই এইরূপ কোনো জলপথ যাহাতে সারা বৎসর সর্বনিম্ন ২.১০—২.৪০ (দুই দশমিক এক শূন্য হইতে দুই দশমিক চার শূন্য) মিটার পানির গভীরতা বিদ্যমান থাকে;";

(উ) '(ঞ)' এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা '(ঞ)' প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ঞ) "তৃতীয় শ্রেণির জলপথ" অর্থ তফসিলের 'গ' অংশে উল্লিখিত তৃতীয় শ্রেণির জলপথ, অথবা উক্ত তফসিলের 'গ' অংশে উল্লিখিত হয় নাই এইরূপ কোনো জলপথ যাহাতে সারা বৎসর সর্বনিম্ন ১.৫০—১.৮০ (এক দশমিক পাঁচ শূন্য হইতে এক দশমিক আট শূন্য) মিটার পানির গভীরতা বিদ্যমান থাকে;";

(খ) বিধি ৩ এর উপ-বিধি (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-বিধি (৪) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৪) তফসিলে উল্লিখিত হয় নাই কিন্তু যে সকল জলপথে সারা বৎসর বা বর্ষা মৌসুমে নৌ-যান চলাচল করে, সেই সকল জলপথের উপর স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে এই বিধির অধীন ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে।"; এবং

(গ) বিধি ৬ এর পর নিম্নরূপ নূতন তফসিল সংযোজিত হইবে, যথা:—

"তফসিল"

[বিধি ২(জ) দ্রষ্টব্য]

'ক' অংশ

প্রথম শ্রেণির জলপথ

ক্রমিক নং	জলপথের বিবরণ
১.	বুড়িগঙ্গা চীন মৈত্রী সেতু - ১ এর ভাটি হইতে চট্টগ্রাম (সদরঘাট) আমানত শাহ রোড ব্রীজের ভাটি পর্যন্ত;
২.	শম্ভুপুরা - কাঁচপুর (রোড ব্রীজের ভাটি পর্যন্ত);
৩.	শম্ভুপুরা - ভৈরব বাজার (রেলওয়ে ব্রীজের ভাটি পর্যন্ত);
৪.	আজাদবাজার - বরিশাল - ঝালকাঠি - কাউখালী - রামপাল - মংলা - খুলনা - মহেশ্বর পাশা;
৫.	চট্টগ্রাম হইতে কক্সবাজার (ভায়া - কুতুবদিয়া চ্যানেল);
৬.	চালনা - রায়মঙ্গাল;
৭.	চাঁদপুর/মোহনপুর - মাওয়া - চরজানাজাত - দৌলতদিয়া/পাটুরিয়া/আরিচা;
৮.	চাঁদপুর - ইশানবালা - চরপ্রকাশ - আবুপুর - নন্দীরবাজার - টেংরামারী - শিকারপুর ব্রীজের উজান পর্যন্ত;
৯.	চরপকাশ - মৌলভীরহাট - হিজলা - বামনীরচর - বাগরদা - ভাষানচর - বগাদিয়া - বরিশাল;
১০.	ষাটনল - দাউদকান্দি (মেঘনা - গোমতী রোড ব্রীজ পর্যন্ত)
১১.	বরিশাল - বগা - দুর্গাপাশা - পটুয়াখালী - গলাচিপা - পায়রা বন্দর - বালিয়াতলী;
১২.	ঝালকাঠি - বরগুনা - পাথরঘাটা;
১৩.	কাউখালী - জুগীরকান্দা - বাবুগঞ্জ - দোয়ারিকা - শিকারপুর ব্রীজের ভাটি পর্যন্ত;
১৪.	বড়বাইশদিয়া - পায়রাবন্দর - বালিয়াতলী;

ক্রমিক নং	জলপথের বিবরণ
১৫.	খেপুপাড়া ব্রীজের ভাটি হইতে - মহীপুর - কুয়াকাটা;
১৬.	পাটুরিয়া/আরিচা - রাজশাহী - পাকশী ব্রীজ পর্যন্ত;
১৭.	সেন্টমার্টিন - টেকনাফ;
১৮.	পাকশী ব্রীজের ভাটি হইতে - গোদাগাড়ী বর্ডার পর্যন্ত;
১৯.	পটুয়াখালী ব্রীজের ভাটি হইতে - পায়রাকুঞ্জ - আমতলি - তালতলী হইয়া সাগরের মোহনা;
২০.	সন্যাসী - বগী - চাংপাই - মংলা (বিকল্প সুন্দরবন);
২১.	ঝিলনা - পাংশিঘাট - লেবুখালী - ভিখাখালী - আয়লা - পায়রাকুঞ্জ;
২২.	বরিশাল - বগাদিয়া - শালুকা - শ্রীপুর - ভেদুরিয়া - ভোলা খেয়াঘাট;
২৩.	কালীগঞ্জ - ইলিশাঘাট - ডাইয়ারচর - ভেদুরিয়া - বোরহান উদ্দিন - নাজিরপুর - লালমোহন;
২৪.	দূর্গাপাশা - হাজিরহাট - দশমিনা - বড়বাইশদিয়া - পানপট্টি - পায়রা বন্দর;
২৫.	ভোলা - লক্ষ্মীপুর ফেরিঘাট ও এ্যাপ্রোচ চ্যানেল;
২৬.	লাহারহাট - ভেদুরিয়া ফেরিঘাট ও এ্যাপ্রোচ চ্যানেল;
২৭.	হরিনা - আলুবাজার ফেরিঘাট ও এ্যাপ্রোচ চ্যানেল;
২৮.	মহেশ্বরপাশা হইতে নোয়াপাড়া;
২৯.	চরপ্রকাশ - নন্দীরবাজার - মীরগঞ্জ - চরমোনাই - বরিশাল;
৩০.	মীরগঞ্জ - বাবুগঞ্জ - দোয়ারিকা ব্রীজ পর্যন্ত;
৩১.	ইলিশা - দৌলতখান - পাতারচর - আজাদ বাজার - মির্জাকালু - শশীগঞ্জ - মনপুরা;

'খ' অংশ

দ্বিতীয় শ্রেণির জলপথ

ক্রমিক নং	জলপথের বিবরণ
১.	ঢাকা (সদরঘাট) হইতে বুড়িগঙ্গা চীন মৈত্রী সেতু নং-১ পর্যন্ত;
২.	ভৈরব বাজার (রেলওয়ে ব্রীজের উজান হইতে ছাতক পর্যন্ত);
৩.	চাঁদপুর - ইচলী;
৪.	চট্টগ্রাম (আমানত শাহ রোড ব্রীজ) হইতে কালুরঘাট (রেলওয়ে ব্রীজের ভাটি পর্যন্ত);
৫.	দিলালপুর - মারকুলী - শেরপুর (রোড ব্রীজের ভাটি পর্যন্ত);
৬.	নাকালিয়া - বাঘাবাড়ী - (রোড ব্রীজের ভাটি পর্যন্ত);
৭.	কাঁচপুর (রোড ব্রীজ) - ঘোড়াশাল (রেলওয়ে ব্রীজের ভাটি পর্যন্ত);
৮.	বুড়িগঙ্গা নদীর মোহনা (বিজিমাউথ) - সৈয়দপুর;
৯.	কালিকাপুর - মাদারীপুর - রামচর;
১০.	ঘাসিয়াখালী - বাগেরহাট;
১১.	বাহাদুরাবাদ-বালাসি;
১২.	বালিয়াতলী - খেপুপাড়া ব্রীজ পর্যন্ত;
১৩.	চালনা (দাকোপ) - পাইকগাছা - আশাশুনি - প্রতাপনগর - (ট্রানজিট রুট);
১৪.	শেরপুর (রোড ব্রীজ হইতে) - ফেঞ্চুগঞ্জ (রোড ব্রীজের ভাটি পর্যন্ত);
১৫.	ফেঞ্চুগঞ্জ (রেলওয়ে ব্রীজ হইতে) - জকিগঞ্জ;
১৬.	মরিচাকান্দি - নরসিংদী (শাখা নদী);
১৭.	খুলনা (অবলকান্তি) - বড়দিয়া - মানিকদাহ - কালিকাপুর;
১৮.	কোবাদাক - টেপাখালী;

ক্রমিক নং	জলপথের বিবরণ
১৯.	টেকেরঘাট - লালপুর;
২০.	হুলারহাট - মানিকদাহ;
২১.	ওয়াপদা - সুরেশ্বর - আঙ্গারিয়া - পাখিরা - মাদারীপুর;
২২.	পারগাঁও - তরা শাহজানী;
২৩.	বড়দিয়া - তালবাড়িয়া;
২৪.	কালুঘাট (রেলওয়ে ব্রীজ হইতে) - কাপ্তাই বাঁধ;
২৫.	সাহেবেরচর - গৌরনদী - টরকী - কালকিনি;
২৬.	পেকুয়া - মাতারবাড়ী - মহেশখালী - কক্সবাজার;
২৭.	ঘোড়াশাল (রেলওয়ে ব্রীজের উজান হইতে) টোক;
২৮.	শাহজানী (যমুনার মুখ হইতে) - সাভার - নয়ারহাট - ধামরাই হইয়া গাবতলী;
২৯.	কাপ্তাই - বিলাইছড়ি;
৩০.	রাঙ্গামাটি - ছোটহরিণা;
৩১.	রাঙ্গামাটি - মহলছড়ি;
৩২.	রাঙ্গামাটি - মারিসা;
৩৩.	ছাতক - আটগ্রাম - লুবাছড়া (কানাইঘাট);
৩৪.	পাটুরিয়া - সিরাজগঞ্জ - দৈখাওয়া (সাহেবের আগলা);
৩৫.	চরপ্রকাশ - হরিনাথপুর - বরিশাল ভায়া (মুলাদী বন্দর খাসেরহাট);
৩৬.	হড্ডা - বানিয়াখালী - মদিনাবাদ - নীলডুমুর;
৩৭.	দপদপিয়া - কবাই;
৩৮.	যুগীরকান্দা - হারতা - রাজাপুর - চৌমোহনী - পয়সারহাট;

ক্রমিক নং	জলপথের বিবরণ
৩৯.	বড়মাছুয়া নালা;
৪০.	রায়েন্দা নালা;
৪১.	ইন্দুরকানী নালা;
৪২.	আমুয়া নালা;
৪৩.	সাহেবেরহাট নালা - লাহারহাট;
৪৪.	ঢাকিবাজার - কাটখাল - জকিগঞ্জ;
৪৫.	বরগুনা নালা (খাকদুন নদী);
৪৬.	ভান্ডারিয়া নালা;
৪৭.	ইন্দেরহাট নালা;
৪৮.	টঙ্গী ব্রীজ হইতে বালু নদীর মোহনা (ভাটির);
৪৯.	কোদালপুর - হাটুরিয়া - পট্টি;

'গ' অংশ

তৃতীয় শ্রেণির জলপথ

ক্রমিক নং	জলপথের বিবরণ
১.	বাঘাবাড়ী - (রোড ব্রীজ হইতে) - বাদলগাছি;
২.	বাঘাবাড়ী - (রোড ব্রীজ হইতে) - উল্লাপাড়া;
৩.	ইচলী রায়পুর;
৪.	সুরেশ্বর - কার্তিকপুর - ভেদরগঞ্জ - ডামুড্যা;
৫.	নরসিংদী - কটিয়াদী;
৬.	বুড়িগঙ্গা ২য় সেতু হইতে - মিরপুর (রোড ব্রীজ);
৭.	মিরপুর (রোড ব্রীজ) - টঙ্গী;
৮.	সৈয়দপুর - শ্রীনগর;
৯.	পাগলাজুর - মোহনগঞ্জ (কংশ নদী);
১০.	মারকুলি - ধিরাই;

'ঘ' অংশ

চতুর্থ শ্রেণির জলপথ

ক্রমিক নং	জলপথের বিবরণ
১.	মোহনগঞ্জ - ঠাকুরাকোনা;
২.	চামড়াঘাট - নেত্রকোনা;
৩.	বড়দিয়া - কালাচাঁদপুর;
৪.	আলাইপুর - (খুলনা) - বাগেরহাট;
৫.	মনুমূখ - মৌলভীবাজার;

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম
উপসচিব (টিএ)।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ১, ২০১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

টিএ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ চৈত্র ১৪১৬ বঙ্গাব্দ/৩১ মার্চ ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৯৫-আইন/২০১০।—The Inland Water Transport Authority Ordinance, 1958 (E.P. Ord. No. LXXV of 1958) এর Section 25 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ।**—(১) এই বিধিমালা অভ্যন্তরীণ জলপথ ও তীরভূমিতে স্থাপনাদি নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা অভ্যন্তরীণ জলপথে এবং উহার তীরভূমির উপর স্থাপনাদি নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "অভ্যন্তরীণ জলপথ" অর্থ The Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ord. No. LXXII of 1976) এর Section 2 (f) এ সংজ্ঞায়িত "inland water";

(খ) "আনুভূমিক ছাড়" (Horizontal Clearance) অর্থ কোন সেতু বা ওভারহেড লাইনের প্রধান নেভিগেশন স্প্যান এর উভয় প্রান্তের পিলারের মধ্যবর্তী ন্যূনতম দূরত্ব;

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(গ) "উল্লম্ব ছাড়" (Vertical Clearance) অর্থ কোন সেতু বা ওভারহেড লাইনের প্রধান নেভিগেশন স্প্যান বরাবর SHWL (Standard high water level) হইতে সেতুর গার্ডার বা বীমের তলা এবং ওভারহেড লাইনের ক্ষেত্রে উক্ত লাইনের Maximum Sag Point এর মধ্যবর্তী ন্যূনতম দূরত্ব;

(ঘ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ Inland Water Transport Authority Ordinance, 1958 (E.P. Ord. No. LXXV of 1958) এর Section 2 (i) এ সংজ্ঞায়িত "Authority";

(ঙ) "চতুর্থ শ্রেণীর জলপথ" অর্থ যে জলপথে শুষ্ক মৌসুমে ১.৫০ মিটারেরও কম পানির গভীরতা বিদ্যমান থাকে;

(চ) "তলদেশে পাইপ লাইন" অর্থ অভ্যন্তরীণ জলপথের তলদেশ দিয়া অতিক্রম করানো যে কোন প্রকারের পাইপ লাইন, ক্যাবল লাইন বা অনুরূপ লাইন;

(ছ) "তীরভূমি" অর্থ অভ্যন্তরীণ জলপথের উভয় তীরে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন পানির সীমানাভুক্ত এলাকা;

(জ) "প্রথম শ্রেণীর জলপথ" অর্থ যে জলপথে সারা বছর সর্বনিম্ন ৩.৬০-৩.৯০ মিটার পানির গভীরতা বিদ্যমান থাকে;

(ঝ) "দ্বিতীয় শ্রেণীর জলপথ" অর্থ যে জলপথে সারা বছর সর্বনিম্ন ২.১০-২.৪০ মিটার পানির গভীরতা বিদ্যমান থাকে;

(ঞ) "তৃতীয় শ্রেণীর জলপথ" অর্থ যে জলপথে সারা বছর সর্বনিম্ন ১.৫০-১.৮০ মিটার পানির গভীরতা বিদ্যমান থাকে;

(ট) "স্থাপনা", অর্থ কোন অভ্যন্তরীণ জলপথ ও উহার তীরভূমির উপর সেতু, ওভারহেড লাইন, তলদেশে পাইপ ও ক্যাবল লাইন বা অনুরূপ স্থাপনা;

(ঠ) "SHWL" অর্থ অভ্যন্তরীণ জলপথের সংশ্লিষ্ট এলাকায় পানি উচ্চতম স্তর যাহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ণয় করা হইয়া থাকে।

৩। **স্থাপনা নির্মাণের ছাড়পত্র (Clearance) গ্রহণ পদ্ধতি।**—(১) কোন নির্মাণ প্রতিষ্ঠানকে অভ্যন্তরীণ জলপথ ও উহার তীরভূমির উপর স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে এইরূপ ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) উল্লম্ব ছাড়পত্র (Vertical Clearance) ;

(খ) আনুভূমিক ছাড়পত্র (Horizontal Clearance);

(২) নিরাপদ এবং সুষ্ঠু নৌ-চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৪ (চার)টি শ্রেণীতে বিভক্ত অভ্যন্তরীণ জলপথের উপর স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে উল্লম্ব ও আনুভূমিক ছাড়ের পরিমাপ হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) প্রথম শ্রেণীর জলপথের ক্ষেত্রে উল্লম্ব ছাড়ের (Vertical Clearance) পরিমাপ হইবে ন্যূনতম ১৮.৩০ মিটার এবং আনুভূমিক ছাড়ের (Horizontal Clearance) পরিমাপ হইবে ন্যূনতম ৭৬.২২ মিটার;

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর জলপথের ক্ষেত্রে উল্লম্ব ছাড়ের (Vertical Clearance) পরিমাপ হইবে ন্যূনতম ১২.২০ মিটার এবং আনুভূমিক ছাড়ের (Horizontal Clearance) পরিমাপ হইবে ন্যূনতম ৭৬.২২ মিটার;

(গ) তৃতীয় শ্রেণীর জলপথের ক্ষেত্রে উল্লম্ব ছাড়ের (Vertical Clearance) পরিমাপ হইবে ন্যূনতম ৭.৬২ মিটার এবং আনুভূমিক ছাড়ের (Horizontal Clearance) পরিমাপ হইবে ন্যূনতম ৩০.৪৮ মিটার;

(ঘ) চতুর্থ শ্রেণীর জলপথের ক্ষেত্রে উল্লম্ব ছাড়ের (Vertical Clearance) পরিমাপ হইবে ন্যূনতম ৫.০০ মিটার এবং আনুভূমিক ছাড়ের (Horizontal Clearance) পরিমাপ হইবে ন্যূনতম ২০.০০ মিটার;

(৩) উপ-বিধি (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অভ্যন্তরীণ জলপথের উপর বৈদ্যুতিক ওভারহেড লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে উল্লম্ব ছাড়ের (Vertical Clearance) ন্যূনতম পরিমাপের সহিত অতিরিক্ত ৩.০৫ মিটার যোগ করিতে হইবে।

৪। **ছাড়পত্র প্রদান।**—বিধি ৩ এর অধীন কর্তৃপক্ষ কোন আবেদনপত্র প্রাপ্ত হইলে এই বিধিমালায় উল্লিখিত শর্ত পালন সাপেক্ষে ছাড়পত্রের জন্য আনীত দরখাস্ত বিবেচনাপূর্বক কর্তৃপক্ষ উহার নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ছাড়পত্র ইস্যু করিবে।

৫। **স্থাপনা নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব।**—(১) অভ্যন্তরীণ জলপথের উপর কোন সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে মূল স্প্যানের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত পিলারের গায়ে এবং সেতুর গার্ডারে উল্লম্ব ছাড়ের পরিমাপ এমনভাবে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইতে হইবে যাহাতে সেতু অতিক্রমকারী নৌ-যান চালকের সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।

(২) অভ্যন্তরীণ জলপথের উপর ওভারহেড লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে নেভিগেশন স্প্যানের উভয় পিলারের মাঝে তারের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অন্ধকারে প্রজ্জ্বলিত হয় এমন দুইটি লাল রংয়ের গোলক রাখিতে হইবে।

(৩) অভ্যন্তরীণ জলপথের তলদেশের মধ্যে দিয়া কোন পাইপ বা ক্যাবল লাইন স্থাপনের সময়ে এবং তৎপরবর্তী সময়ে উক্ত জলপথের উভয় পাড়ের, যাহার মধ্য দিয়া পাইপ বা ক্যাবল লাইন স্থাপন করা হইয়াছে, সংশ্লিষ্ট স্থানে লাল রং এর সাইনবোর্ড রাখিতে হইবে যাহাতে নোঙ্গর চিহ্নের উপর "×" মার্ক থাকিবে এবং "নোঙ্গর করা নিষেধ" শব্দগুলি এমনভাবে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইতে হইবে যাহা নৌ-যান চালকের সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।

৬। **পরিদর্শন মনিটরিং।**—স্থাপনা নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান এই বিধিমালার বিধানাবলী পালনে বাধ্য থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষ পরিদর্শন ও মনিটরিং এর মাধ্যমে উহা নিশ্চিত করিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহিদুল ইসলাম
উপ-সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd